COAST Trust

মৎস্যচাষীদের কথা

COAST has Special Consultative Status with the UN ECOSOC

দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী এবং উপকূলীয় মৎস্য চাষে জেন্ডার সমতা ও নায্যতার জন্য প্রমাণ ভিত্তিক এ্যাডভোকেসি জোরদার করা প্রকল্পটি একসাথে বাংলাদেশ, ভারত ও থাইল্যান্ডে বাস্তবায়ন হচ্ছে । আর্থিক সহযোগিতায় সুইড-বায়ো। প্রকল্পটি ভোলা, কক্সবাজার ও বাগেরহাট জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১ম বর্ষ । ১১তম সংখ্যা নভেম্বর-২০২০ খ্রিস্টাব্দ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

প্রকল্পের নাম :জেন্ডার ও কোস্টাল এ্যাকুয়াকালচার

(দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী এবং উপকূলীয় মৎস্য চায়ে জেন্ডার সমতা ও নায্যতার জন্য প্রমাণ ভিত্তিক এ্যাডভোকেসি জোরদার) Advocacy for Gender Mainstreaming and Gender Justice in Small-scale Fisheries and Coastal Aquaculture in South and Southeast Asia

প্রকল্প এলাকা

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা/থানা
১	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর
২	ভোলা	ভোলা সদর
৩	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর

কাজ নভেম্বর ২০২০

ক্র: নং	কাজ	টার্গেট	অর্জন	মন্তব্য
০১	ওয়ার্কসপ (জাতীয়)	১	১	
০২	নারী নেটওর্য়াক (জাতীয়)	১	১	
০৩	কমিউনিটি ডায়লগ	২	২	
০৪	প্রেস কর্নফারেন্স (জাতীয়)	১	১	
০৫	ইউনিয়ন ডায়লগ	২	২	
০৬	পরিকল্পনা সভা	৩	৩	

কোস্ট ট্রাস্টের গবেষণা: মজুরি বৈষম্যের শিকার উপকূলীয় এলাকার নারী মৎস্য শ্রমিকবৃন্দ

জেলে পরিবারের ৬৫% নারী সহিংসতার শিকার: সিদ্ধান্তগ্রহণে নেই অংশগ্রহণ

উপকূলীয় নারী মৎস্যশ্রমিকবৃন্দ তাঁদের পুরুষ সহকর্মীদের তুলনায় কম মজুরি পাচ্ছেন। অন্যদিকে জেলে পরিবারের বেশিরভাগ নারী সদস্যই কোন না কোনও সহিংসতার শিকার। বেসরকারি সংস্থা কোস্ট ট্রাস্টের এক গবেষণায় এসব তথ্য পেয়েছে। আজ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল তুলে ধরা হয়। কোস্ট ট্রাস্টের উপ-নির্বাহী পরিচালক সনত কুমার ভৌমিকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত 'ক্ষমতায়ন সূত্রের বাইরে উপকূলীয় জেলে পরিবারের বেশিরভাগ নারী: টেকসই মৎস্যখাতের জন্য নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যক' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । এতে গবেষণার বিস্তারিত ফলাফল উপস্থাপন করেন কোস্ট ট্রাস্টের যুগ্ম পরিচালক মো. মজিবুল হক মনির এবং স্বাগত বক্তৃতা করেন একই সংগঠনের পচিরালক-প্রশাসন, মোস্তফা কামাল আকন্দ। উপকূলীয় জেলা ভোলা, কক্সবাজার এবং বাগেরহাটের ১২০০ জেলে পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করে এই গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকার জেলে পরিবারের নারী সদস্যবৃন্দের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও ক্ষমতায়নের অবস্থা তুলে আনা হয়েছে।

সমীক্ষার ফলাফল উপস্থাপন করতে গিয়ে মো. মজিবুল হক মনির বলেন, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত নারী শ্রমিকদের সবাই পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় দৈনিক প্রায় ২৫% কম মজুরি পাচ্ছেন। সম্পদ কেনাকাটায় জেলে পরিবারের ৩১% নারীরই কোনও মতামত গ্রহণ করা হয় না, পরিবারের সাধারণ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ৫৮% নারী সদস্যরেই কোনও মতামত নেওয়া হয় না। অন্যদিকে জেলে পরিবারের মাত্র ২% নারী সদস্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে কোনও বিশেষ প্রয়োজনে সরাসরি যোগাযোগ করেছেন এবং সমাজের কোন সালিশে বা অন্য কোনও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জেলে পরিবারের ৮২% নারীই কোনওদিন কোনভাবে অংশ গ্রহণ করেননি। তাছাড়া জেলে পরিবারের নারী সদস্যদের ৬৫% কোনও না কোনও সহিংসতার শিকার এবং পুরুষ সদস্য মাছ ধরতে বাড়ির বাইরে থাকলে তাদের প্রায় সবাই আতংকে থাকেন।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সমিতির সভাপতি ইসরাইল পন্ডিত বলেন" সরকার মুক্ত জলায়শ নারীদেরকে লিজ দিতে পারে তাহলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এবং ক্ষমতায়িত হবে নদীতে যে চর জাগে তা কৃষকদের বরাদ্দ দেয়া হয় এসকল চর জেলেদের বরাদ্দ দিলে বিকল্প কাজের সৃষ্টি হবে। এডাবের প্রতিনিধি আনামিকা বলেন ক্ষুদ্রঋণ নারীরা গ্রহন করে কিন্তু তা খরচ করার স্বাধীনতা তাদের নেই, এই টাকা খরচের জন্য তাদের মতামত নিতে হবে। সালেহা ইসলাম শান্তনা বলেন, শ্রম আইনে নারী-পুরুষের বৈষম্য না থাকলেও, নারী জেলেরা স্পষ্ট বৈষম্যের শিকার। কঠোর আইন প্রয়োজন। শের ই বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাকুয়াকালচার বিষয়ক প্রভাষক মোহম্মদ আলী বলেন, নারীদের অধিকার নিশ্চিত করতে হলে নারীদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বলেন নারীদের জন্য কাজের পরিবেশ তৈরী করে দিতে হবে যাতে তারা সঠিকভাবে মৎস্য সেক্টরে কাজ করতে পারেন ।

মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রতিনিধি শিল্পী দে বলেন আমরা যদি আমাদের নারী উন্নয়ন সরকারী নীতিমালা ২০১১ নারীদের জন্য সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হবে । বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ মৎস্য আহরণ থেকে মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় এবং অভ্যন্তরীণ মৎস্যচাষে বিশ্বে ৫ম, নারীর অংশগ্রহণ এক্ষেত্রে স্বীকৃত হলে আমাদের এই অর্জন টেকসই করা সহজ হবে।

সংবাদ সম্মেলনে কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরা হয়, সেগুলো হলো: মৎস্য খাতে নারীর অবদান চিহ্নিত করতে বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন, জেলে পরিবারের নারী সদস্যদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা, নারী জেলেদের মৎস্যজীবী হিসাবে সরকারী আইডি কার্ড প্রদান করা, মৎস্যখাত সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত, মৎস্যশ্রমিকদের জন্য শ্রম নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আমিনুর রসুল বাবলু, এ এস এম বদরুল আলম, এইচ,এম সহিদুল আলম ফারুক, আসাদুজ্জামান শেখ, হাসান আল মামুন, তাসনুভা জামান, শামীম আরা প্রমুখ ।

জেলে পরিবারের নারীদের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় নারী নেটওয়ার্ক কমিটি গঠনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বুধবার(১৮নভেম্বর) সকালে ১০ঘটিকার সময় সাহিদা কাদের মিলনায়তন সম্মেলন কক্ষ,কোস্ট ট্রাস্ট,শ্যামলী ঢাকা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কোস্ট ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান বেগম সামছুন নাহার বিশেষ অতিথি ছিলেন কোস্ট ট্রাস্টের উপ-নির্বাহি পরিচালক সনত কুমার ভৌমিক,সহকারি পরিচালক মো: জহিরুল ইসলাম ককক্সবাজার,ভোলা,বাগেরহাট ও রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার নারী উদ্দোক্তাদের নিয়ে কর্মশালাটি আয়োজন করে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকোস্ট ট্রাস্ট। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কোস্ট ট্রাস্টের নির্বাহি পরিচালক রেজাউল করিম চৌধুরী। সংস্থাটির যুগ্ম পরিচালক ফেরদাউস আরা রুমির সঞ্চালনায় কর্মশালায় নারী উদ্দোক্তারা তাদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলতে গ্রামগঞ্জে ব্যাপক উন্নয়ন প্রকল্প তৈরির আহবান জানান।

অংশ গ্রহণকারীরা জানিয়েছে, করোনাকালে তাদের খেত খামারের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মাছ, পানের দাম পায় নি। সঞ্চিত অর্থ শেষ হয়ে গেছে। পরিবারের প্রায় সবাই বেকার। এই মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াতে বিকল্প কর্মসংস্থানমূলক প্রতিষ্ঠান দরকার। কৃষি উপকরণ ও আর্থিক সহায়তা পেলে নিজেদের পাশাপাশি এলাকাকেও সমৃদ্ধ করতে পারবে।

সরকারি সুবিধা পেতে সকল পর্যায়ের নারি জেলেদের নিবন্ধিত হওয়ার আহবান জানান উপস্থিত বক্তগন কর্মশালা শেষে ২১ সদস্য বিশিষ্ট নারী নেটওয়ার্ক ও ১০ জনের উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়।

উপকূলীয় জেলে পরিরারের নারী সদস্যবৃন্দের অবস্থা জানতে কোস্ট ট্রাস্টের সমীক্ষা

আর্থ-সামাজিক নানা সুবিধা থেকে বঞ্চিত জেলে পরিবারের নারীবৃন্দ

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করলেও, উপকূলীয় জেলে পরিবারের নারী সদস্যবৃন্দ এখনো ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছেন। আজ বেসরকারি সংস্থা কোস্ট ট্রাস্ট এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই তথ্য তুলে ধরে। কোস্ট ট্রাস্ট উপকূলীয় তিনটি জেলা কক্সবাজার, ভোলা এবং বাগেরহাটের ৪টি উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের ১২০০ জেলে পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করে। ঢাকা রিপোর্টাস ইউনিটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'উপকূলীয় মৎস্য খাতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি প্রয়োজন: আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত জেলে পরিবারের নারীবৃন্দ' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে সমীক্ষাটির সংক্ষিপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করা হয়।

কোস্ট ট্রাস্টের উপ-নির্বাহী পরিচালক সনত কুমার ভৌমিকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থাটির পরিচালক মোস্তফা কামাল আকন্দ, সমীক্ষার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন সহকারী পরিচালক জহিরুল ইসলাম। এতে আরও বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি বদরুল আলম, গার্মেন্টস ট্রেড ইউনিয়নের নেত্রী সালেহা ইসলাম শান্তনা এবং কোস্ট ট্রাস্টের যুগ্ম পরিচালক মো. মজিবুল জক মনির।

সমীক্ষার সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করতে গিয়ে জহিরুল ইসলাম জানান, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত নারী শ্রমিকদের সবাই পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় দৈনিক প্রায় ২৫% কম মজুরি পাচ্ছেন। সম্পদ কেনাকাটায় জেলে পরিবারের ৩১% নারীরই কোনও মতামত গ্রহণ করা হয় না, পরিবারের সাধারণ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ৫৮% নারী সদস্যরেই কোনও মতামত নেওয়া হয় না। অন্যদিকে জেলে পরিবারের মাত্র ২% নারী সদস্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে কোনও বিশেষ প্রয়োজনে সরাসরি যোগাযোগ করেছেন এবং সমাজের কোন সালিশে বা অন্য কোনও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জেলে পরিবারের ৮২% নারীই কোনওদিন কোনভাবে অংশ গ্রহণ করেননি। তাছাড়া জেলে পরিবারের নারী সদস্যদের ৬৫% কোনও না কোনও সহিংসতার শিকার এবং পুরুষ সদস্য মাছ ধরতে বাড়ির বাইরে থাকলে তাদের প্রায় সবাই আতংকে থাকেন।

মোস্তফা কামাল আকন্দ বলেন, উপকূলীয় জেলেরা যখন মাছ ধরতে সমুদ্রে চলে যান, যখন পরিবারের নারী সদস্যটিকে একটানা কয়েকদিন পুরো সংসারটি সামলানোর দায়িত্ব পালন করতে হয়। নারীর এই কাজগুলো বেশিরভাগই অর্থের বিনিময় মূল্য দিয়েই বিবেচনা করা হয় না। এ জন্য এই খাতে নারীর অবদানটির এখনো কাঙ্ক্ষিত রকম স্বীকৃতি নেই। বদরুল আলম বলেন, মৎস্য খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্তদের ১০-১২%ই নারী, কিন্তু তাদের অবদানের আলাদা কোনও তথ্য নেই, এই বিষয়ে উদ্যোগ প্রয়োজন। সালেহা ইসলাম শান্তনা বলেন, শ্রম আইনে নারী-পুরুষের বৈষম্য না থাকলেও, নারী জেলেরা স্পষ্ট বৈষম্যের শিকার। কঠোর আইন প্রয়োজন।

সনত কুমার ভৌমিক বলেন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ মৎস্য আহরণ থেকে মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় এবং অভ্যন্তরীণ মৎস্যচাষে বিশ্বে ৫ম, নারীর অংশগ্রহণ এক্ষেত্রে স্বীকৃত হলে আমাদের এই অর্জন টেকসই করা সহজ হবে।

সংবাদ সম্মেলনে কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরা হয়, সেগুলো হলো: মৎস্য খাতে নারীর অবদান চিহ্নিত করতে বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন, জেলে পরিবারের নারী সদস্যদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা, মৎস্যখাত সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত, মৎস্যশ্রমিকদের জন্য শ্রম নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

কোস্ট ট্রাস্টের আয়োজনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভোলা সদর উপজেলায় পরামর্শদাতা নারীদের নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

কোস্ট ট্রাস্টের অয়োজনে দাতাসংস্থা সুইডবায়ো এর অর্থায়নে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে বাস্ড়বায়িত জেন্ডার এন্ড কোস্টাল এ্যাকুয়াকালচার প্রকল্পের ২৫ জন মৎস্যজীবি নারী সদস্যদের পরামর্শদাতা ও স্থানীয় নারীদের নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। গত ১০-১১ নভেম্বর দুই দিন ভোলা ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ হল রুমে সকাল ৯ টা হতে ৫ টা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।ভোলা সদর উপজেলা ধনিয়া ও ভেদুরিয়া ইউনিয়নের জেলে পরিবারের ২৫ জন নারী মৎস্যচাষী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ সহায়ক কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক মো:জহিরুল ইসলাম ,সহ সহায়ক হিসাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন কোস্ট ট্রাস্টের উর্ধ্বতন সমন্বয়কারী মো: ইউনুস সার্বিক সহযোগিতায় কোস্ট ট্রাস্ট এর সহকারী সমন্বয়কারি সোহেল মাহমুদ, উপকূলীয় ইকোসিস্টেমের উপকূলীয় নীল অর্থনীতি উদ্দোগের প্রভাব সম্পর্কে জেন্ডার আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়ে আলোচনা হয় ।

জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় ও খাদ্য নিরাপত্তায় কক্সবাজারে বাড়ছে আড় আলুর চাষ।।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধা হতে চলেছে। পাখিরা কিচির-মিচির শব্দে নীড়ে ফিরছে। মাঠের গরু-ছাগল গোয়াল ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। সাজ বেলা দুর ক্ষেতে এক মধ্য বয়সী নারী কোদাল দিয়ে কি যেন তুলছেন। অনেক্ষন তাকিয়ে থেকে মাঠে নেমে পড়লাম। সালাম দিতেই ঘুমটা টেনে সাবলীলভাবে সালামের উত্তর দিলেন। খুরশিদা সেই সকাল থেকে ক্ষেত থেকে আলু তুলছেন। দেখতে কিছুটা মিষ্টি আলুর মতই। গাছগুলো দেখতে হলুদ গাছের মত। ফল পরিপক্ক হলে গাছ মরে যায়। এক কথায় প্রকাশ মনে পড়ে গেল। যে গাছ ফল পাকিলে মরে যায় তা হলো ঔষধী গাছ। কক্সবাজারের উখিয়ার পূর্ব হলদিয়া গ্রামের খুরশিদা জানালেন এটির স্থানীয় নাম আড় আলু। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা কোস্ট ট্রাস্ট হতে ঋণ সহায়তা নিয়ে আলু চাষ করেন। বৈশাখ মাসে আলুর বীজ রোপন করা হয় । কার্তিক মাসের প্রথম দিকে ফল পরিপক্ক হয়। এই আলু মিষ্টি আলুর মতই সিদ্ধ করে খায়। তবে আলু ছোলে লবন ও হলুদ গুড়ায় মিশিয়ে পানিতে সিদ্ধ করলে তা আরও সু-স্বাদু হয়। স্থানীয়ভাবে প্রবাদ আছে, কাঁচা আড় আলু খেলে ডায়াবেটিস, ঘন ঘন প্রসাব, মহিলাদের স্রাব রোগ ভাল হয়। কক্সবাজারে উখিয়া, টেকনাফ, রামু, সদর সহ পাহাড়ের ঢালুতে এর ব্যাপক চাষ হচ্ছে। রোহিঙ্গাদেরও এটি বেশ জনপ্রিয় খাবার। তাই ক্যাম্পেও এই আলুর বেশ চাহিদাও রয়েছে। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা আর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কক্সবাজারে পাহাড়ের ঢালুতে বাড়ছে আড় আলুর চাষ। অল্প পরিশ্রম আর খরা সহনশীল জমিতে হয় এর চাষাবাদ। এটি আলু জাতীয় খাবার। পুষ্টির চাহিদাও মেটায়। এতে রয়েছে প্রচুর শর্করা। তা ছাড়া আড় আলু চাষাবাদে খরচ কম।

কক্সবাজারে যদি সরকারি বা বেসরকারি ভাবে এ আড় আলু ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় তবে আরো ব্যাপক আকারে চাষ হবে। পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা এবং হত দরিদ্র কৃষকদের ভাগ্যের উন্নয়ন হবে। এমনটাই প্রত্যাশা করছেন এখানকার কৃষকরা।

প্রয়োজনে আরো তথ্য ও যোগাযোগ:
মোঃ জহিরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক, কোস্ট ট্রাস্ট

মোবাইল: ০১৭১৩-৩২৮৪৩১
Email: jahirul.coast@gmail.com
www.coastbd.net